বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

(২০২৩ইং সনের ১২১নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ৩০শে এপ্রিল,২০২৩খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বেঞ্চ সমূহ গঠন করা হইলঃ

১. **বিচারপতি মোঃ রইস উদ্দিন**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২. **বিচারপতি মামনুন রহমান**

এবং

বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য ২০২০ইং সাল পর্যন্ত প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেওলিয়া বিষয়ক আপীল; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন ।

৩. **বিচারপতি নাইমা হায়দার**

এবং

বিচারপতি কাজী জিনাত হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, ব্যতীত ২০২০ইং সন পর্যন্ত সকল প্রকার রীট বিষয়াদি; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেবন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৪. **বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান**

এবং

বিচারপতি মোঃ আতাবুল্লাহ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ২০২০ইং সাল পর্যন্ত ফৌজদারী আপীল; ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা এবং ৫৬১A ধারা মোতাবেক ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ গ্রহন ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৫. **বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস**

এবং

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেওলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার,১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৬. **বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান**

এবং

বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল এবং আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

৭. **বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান**

এবং

বিচারপতি এ, কে,এম, রবিউল হাসান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স ব্যাতীত দেউলিয়া বিষয়াদি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন সহ সকল প্রকার রীট মোশন; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

৮. **বিচারপতি কাশেফা হোসেন**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৯. **বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১০. **বিচারপতি এ, এস, এম, আব্দুল মোবিন**

এবং

বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী এবং ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

স্বা/-
প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ২৬শে এপ্রিল,২০২৩খ্রিঃ।

প্রচারের জন্যঃ-

১. বিচারপতি মোঃ রইস উদ্দিন
২. বিচারপতি মামনুন রহমান
৩. বিচারপতি নাইমা হায়দার
৪. বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান
৫. বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস
৬. বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান
৭. বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান
৮. বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস
৯. বিচারপতি কাশেফা হোসেন
১০. বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী
১১. বিচারপতি এ, এস, এম, আব্দুল মোবিন
১২. বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান
১৩. বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম
১৪. বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান
১৫. বিচারপতি কাজী জিনাত হক
১৬. বিচারপতি মোঃ আতাবুল্লাহ
১৭. বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান